বাবা ও ছেলে

উত্তরায়ণ দেব

[***আমি অনন্য*** ওয়েব ম্যাগাজিন-এর জন্য লেখা]

পুব আর পশ্চিম বরাবার একটি সেতু। তার দুই পারে দুই পুরুষ। কোন দিকটা নিয়ে লিখব বুঝতেই সময় চলে যাচ্ছে। সেতুর পুব দিকে রয়েছেন আমার সদ্য প্রয়াত বাবা আর বিপরীত অর্থাৎ পশ্চিম ধারে দাড়িয়ে রয়েছে তড়তড়িয়ে বেড়ে ওঠা আমার ছেলে। আমি ঠিক সেতুর মাঝখানে দাড়িয়ে অপর এক পুরুষ। সেতুর পুব দিকে বাবার কাছে পৌঁছলে আমার পরিচয় আমি ছেলে আবার সেতুর পশ্চিম প্রান্তের দিকে হাঁটতে শুরু করলে শুনতে পাই সে ডাকছে "বাবা তাড়াতাড়ি এসো "। যাহ্ কলা, তাহলে আমি কে?

ছেলে মানুষ হলে কমে ছেলেমানুষি। আচ্ছা সত্যিই কি তাই! কে ছেলেমানুষ! ছেলে! কখনও কখনও বাবাও কি ছেলেমানুষ নয়! শিং ভেঙে বাছুরের দলে কি . . . . . ? প্রশ্ন রয়ে যায় আরও। কে বাবা আর কেইবা ছেলে! আসলে এই দুয়ের মধ্যে যে আসল রিং মাষ্টার সে হল, সময়। বলা যেতে পারে যে সম অথচ ভিন্ন দুই চরিত্রের ওপর এ এক সময়ের প্রতিচ্ছবি বা খেলা। অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের যেন এক সুন্দর ক্রস ফেড। বর্তমানের যিনি বাবা তিনি অতীতের ছেলে এবং বর্তমানের যে ছেলে সব ঠিকঠাক থাকলে ভবিষতের তিনিই বাবা।

দশ মাস দশ দিন অপেক্ষা করবার পর পুত্র সন্তানের জন্ম হলে মিষ্টির সাইজটা আজও কোন কোন পরিবারে একটু বড় হয়। কারন বংশরক্ষাকারি ল্যান্ড করল (মায়ের গর্ভে সে মাটি থেকে অনেকটা ওপরে ছিল কিনা)। অর্থাৎ পুত্র জন্মের সময় থেকেই একটা আগামি দায়ীত্ব ঘাড়ে নিয়ে জন্ম নেয়। বংশ রক্ষার রিলে রেসের ব্যাটনটা তাকেও তার পুত্রের হাতে তুলে দিতে হবে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এটাই দস্তুর। কিন্তু বাস্তবের চেহারাটি কি সেভাবে মোড় নেয় বা রুপ পায়! আমরা কি সন্তান উৎপাদন (!) করি নিছকই বংশ রক্ষার উদ্দেশ্যে? শারীরিক মিলনের পূর্বে কোন স্বামি কি তার স্ত্রীকে বলে যে চলো একটু বংশ রক্ষার চেষ্টা করি। আদৌ কি কোন সন্তান (পুত্র) সেই উদ্দেশ্যে জন্ম নেয়। সন্তান কি একটি আমুদে প্রাকৃতিক কর্ম কান্ডের অবসম্ভাবি কাঙ্খিত বা অনাকাঙ্খিত ফসল নয়! নিজেকে আড়াল করতে অন্যেকে যাই বলি না কেন আসল সত্যিকে অস্বীকার করবার উপায় আছে কি?

কি হে বাপু বড় হয়ে কি হতে চাও, ডাক্তার নাকি ইঞ্জিনিয়ার? আচ্ছা তাহলে ডাক্তার কি শুধু ইঞ্জিনিয়ারের চিকিৎসা করবে আর ইঞ্জিনিয়ার শুধু ডাক্তারের বাড়ি বানাবে! সমাজের বাকিদের তা হলে কি হবে? প্রবাহমান সমাজত শুধু এই দুই শ্রেণীকে নিয়ে নয়। নির্মান বন্ধু ও চিকিৎসক বন্ধুদের অন্যান্য পার্থিব চাহিদা ও স্বপ্নগুলো পুরন করবে কারা! ভাবনাটা অত্যন্ত বাস্তবোচিত। আর এই বাস্তব ভাবনার মিশেলেই আমার বেড়ে ওঠা ছেলে হিসেবে। তাই কেরিয়ার তৈরিতে আমার চোখে কখনও ঠুলি লাগিয়ে দেওয়া হয় নি। সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে বেড়ে ওঠা চারদেওয়ালের ভেতরে আমার উদ্দেশ্যে পরামর্শ ছিল যে সরকারির চাকরির পেছনে ছুটে দেশে আরও একটা বেকারের সংখ্যা না বাড়াবার। সেই পরামর্শ লালল করবার পেছনে কোন চাপ ছিল না। ছিল অগাধ স্বাধীনতা। শুধু নির্দেশ একটাই ছিল ভাল মানুষ হবার। আখেরে ভাল মানুষ কতটা হয়েছি সেটা বলবেন আমার সংশ্রব বা সংস্পর্শে থাকেন যারা, তবে ভাল অমানুষ যে হই নি সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। উত্তরবঙ্গের একনিষ্ঠ নাট্যকর্মি ও পূর্তবিভাগের সকরারি কর্মি বাবার নিজের পেশা-সন্তুষ্টি না থাকার কারনে এই সন্তুষ্টির প্রতিফলন আমার মধ্যে দেখতে চেয়েছিলেন। তাই আমি

নিজেকে তৈরি করতে পেরেছি নিজের ইচ্ছায় এবং আমার পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চাপের পরিবর্তে ছিল প্রচ্ছন্ন অনুপ্রেরনা। আর এর উৎসটা কিন্তু সেই বাবা।

বাবা চলে গেছেন! অন্যের ভাষায়, আমার জন্য কি রেখে গেছেন খোঁজ নিতে যাই নি কখনও। কারন আমি জানি বাবা রেখে গেছেন একটি সম্পূর্ন আমাকে। আজ আমি আত্মবিশ্বাসি, আজ আমি আত্ম প্রত্যয়ী, আজ আমি স্বপ্ন দ্রষ্টা ও স্বপ্ন স্রষ্টা, মানুষ হিসেবে নিজেকে খানিক হলেও সফল মনে করি– এটাইতো বাবার যথার্থ রেখে যাওয়া। তাই স্বর্গীয় বিনায়ক দেব আমার অনুভূতিতে একজন আদর্শ বাবা।

তাই আমি জানি একজন আদর্শ বাবা কেমন হওয়া উচিত। আমিও ঠিক তেমনটাই হতে চাইব। প্রকৃত স্বাধীনতায় স্বাভাবিক ছন্দে যেমন শরির বেড়ে ওঠে, তার সাথে বাড়ে মনও। আর তাই আমি বিশ্বাস করি মনের সঠিক গঠনে বেড়ে ওঠা ও প্রকাশে স্বাধিনতা খুবই জরুরি। তাই কামনা করব আমার ছেলে মানবিক মুল্যবোধ কে অক্ষুন্ন রেখে সময়ের সাথে স্বাধিনভাবেই বদলে ফেলুক নিজেকে, কামনা করব সঠিক সময়ে আমার সাহারা নয় বরং নিজের সাহারা হোক নিজে, কামনা করব স্বপ্ন দেখুক নিজের চোখে, আর অবশ্যই কামনা করব মরনের ওপারে একটা সুনামের দাগ রেখে যাক, আমার বাবার রেখে যাওয়া ওর অভ্যুদয় নামটির সঠিক প্রতিফলন ঘটাতে ওর ব্যাক্তিত্যের অভ্যুদয় ঘটুক ওর ভেতর থেকেই। এমনটাই যে চাই আমি কারন আমার বাবাও তাই চেয়েছিলেন।

খুব কষ্ট হয় যখন দেখি আমাদের এই ঘুন ধরা সমাজব্যবস্থা বাবা ও ছেলের সুন্দর সম্পর্ককে দুটো শব্দ দিয়ে ব্যখ্যা করতে চায়। একটি হল "বাপের হোটেল" এবং অপরটি "বাপের সম্পত্তি"। শরির ও মন নিয়ে বাবার সংস্পর্শে বেড়ে ওঠে সন্তান। সেই পরিমন্ডলের এহেন অপব্যখ্যা সমাজের সম্মানকেই কলুষিত করে। আর বাবার সম্পত্তিতো সন্তান নিজেই। মানবিক মুল্যবোধ থেকে পদস্খলন না হলে যেই সম্পত্তি খোয়া যাবার কোন ভয় নেই। তাই দরকার আমাদের ভাবনার পরিবর্তন, দরকার আমাদের ভাষার পরিবর্তন, দরকার আমাদের পরিবর্তন। মন সৃষ্টি করে মানুষকে, মানুষ সৃষ্টি করে সমাজ। আর তাই সমাজে পরিবর্তন আসবে তখনই যখন এর মুলটি আমুল বদলে যাবে। আর তাই প্রতিটি মনের ঘরেই চাই গরাদহীন একটা খোলা জানালা।

প্রতিটি পুরুষের ভেতরে প্রচ্ছন্ন ভাবে আত্মগোপন করে আছে একটি বাবা ও ছেলে। বাহ্যিক সম্পর্কটা আসলে এক পরম্পরার। পরম্পরা ভাঙ্গতে খুনির ছেলে সাধু হোক কিন্তু সাধুর ছেলে কখনও খুনি নয়। পরম্পরা যদি ভাঙ্গে তাহলে ভাঙ্গুক ভালর স্বপক্ষে। পরম্পরার পরশে সমাজে সময়োচিত পরিবর্তন আসুক।

কারন আসলে উদ্দেশ্য একটাই, ভাল থাকা।

# # # # #

উত্তরায়ণ দেব

১৪ই নভেম্বর, ২০০৯/রায়গঞ্জ